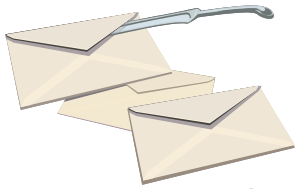

বাংলা ভাই এবং...

কুখ্যাত জঙ্গি, দেশদ্রোহী সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছে এই খবরটি প্রথমে ফোনে জানতে পারি। কোরিয়ার সময় রাত ১০টায় বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টার খবর বন্ধুর বাসায় বসে দেখে বিস্তারিত জানতে পারলাম। বাংলা ভাই ধরা পড়ায় যদিও অনেক খুশি হয়েছি, তবুও উৎকণ্ঠামুক্ত হতে পারিনি। কারণ বিএনপি এখনো জামায়াত প্রভাবিত। জামায়াত নিশ্চয় চাইবে না আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের মাধ্যমে ওদের নিজেদের ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পেয়ে যাক। তাই হয়তো এদের মদদদাতা, অর্থদাতা ও আশ্রয়দাতা বড় বড় গডফাদার ক্রিমিনালগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যাবে।

একই খবরের আরেকটি অংশ আমাকে খুবই মর্মাহত করেছে। সেটি বগুড়ার দুটি বাসের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে ১৫ জনের মৃত্যু। সব দেশেই কম-বেশি দুর্ঘটনা ঘটে, মানবতার খাতিরে ও মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ কোনো দেশই বীভৎস হয়ে যাওয়া লাশগুলো সরাসরি টিভিতে দেখায় না। আমাদের টিভি চ্যানেলগুলো যা দেখায় তা কোনো সভ্যতার পর্যায়ে পড়ে না। যারা মারা যায় ওদের কোনো দোষ নেই। তবে ওদের মৃত দেহটাকে কেন এতো অপমানিত করা হয়। আমাদের কোমলমতি ছোট ছোট বাচ্চারা যখন এ বীভৎস লাশগুলো দেখে, ওদের মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তা কি ভেবে দেখার বিষয় নয়? নাকি ওরা এই দেখে দেখেই বড় হবে?

মোঃ আনিস
দক্ষিণ কোরিয়া

সংসদে খিস্তি খেউর

আওয়ামী লীগ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী হরতালের মিছিলে পুলিশের বাধা দেখলেই মিছিলে থাকা মেয়েদের কাপড় খুলে নেয়। তাদের শরীরে কামড় দেয়। এই আপত্তিকর কুরুচিপূর্ণ কথাগুলো যার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে তিনি হচ্ছেন আমাদের মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সরকার দলীয় সাংসদ জেরিন খান। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি সংসদে অত্যন্ত নিচুমানের এ বাক্যগুলো উপস্থাপন করেন। জবাবে বিরোধী দলের সাংসদবৃন্দও ফ্রিস্টাইলে তাদের বক্তব্য রাখেন। সাংসদ জেরিন খানের ছাত্রজীবনের নানা অশোভন ঘটনা উল্লেখ করে তাকে রাতের পাখি বলে উল্লেখ করেন। পবিত্র জাতীয় সংসদে এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ কথা শুনে পুরো জাতি স্তম্ভিত। সংসদ সদস্যগণ হচ্ছেন দেশের কর্ণধার, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। তাদের কাছে এমন বালখিল্য কুরুচিপূর্ণ কথা শুনে হতাশ হয়েছে দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ। জাতীয় সংসদ হচ্ছে একটি দেশের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এখানে সাংসদগণ জাতীয় ইস্যুতে তাদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন, দেশের সমস্যা সমাধানে নির্দেশনা দেবেন, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করবেন। কিন্তু তা না করে ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য নিয়ে তর্ক করা অত্যন্ত দুঃখজনক।

আমরা দেশের সাধারণ জনাসাধারণ এই নীচুতার অবসান চাই। আমরা চাই জাতীয় সংসদে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা হোক। সংসদ ভবনই হোক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। সাংসদগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুক সংসদীয় কাজে। জনগণের টাকায় পরিচালিত সংসদে প্রতিফলিত হোক জনগণের প্রকৃত ছবি।

কল্যাণ রায়
কামালউদ্দীন হল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গণতন্ত্র এবং রাজনীতি

রাজনীতির সত্যিকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আমাদের প্রধান দু'দল আসলে যা করছে তা হচ্ছে এক ধরনের রাজনৈতিক মূর্খতা। দিন বদল বা কল্যাণ তো দূরের কথা, অন্যতম প্রধান দু'দলের রাজনৈতিক আসরে এক ধরনের বিরামহীন 'ঝগড়া' বলা যায়। তাদের ঝগড়ার কিছু নমুনা নিচে দেয়া হলো :

বিরোধী দল- প্রকাশ্যে বলব যাব না সংসদে,
সরকারি দল- এতে সংসদ মচকাবে তবু না ভাঙবে।
বিরোধী দল- হরতালে, বিক্ষোভে জ্বালাব আগুন।
সরকারি দল- ফলে দাম বাড়বে সস্তা হবে না বেগুন।
বিরোধী দল- জঙ্গি, মৌলবাদ সঙ্গে আছে রাজাকার জামায়াত,
সরকারি দল- বুঝেনি তো আগে করেছি বাজিমাত।
বিরোধী দল- দলীয় এমএ আজিজ আর নির্বাচন কমিশন,
সরকারি দল- পেরেশান না হয়ে তোমরা কর ইলেকশন।
বিরোধী দল- হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ আর প্রাণের বিয়োগ,
সরকারি দল- করেছি র‍্যাব, চিতা আর এনেছি বিনিয়োগ।
বিরোধী দল- মূল্য বৃদ্ধি, গণগ্রেপ্তার, প্রশাসনে তোমারই লোক
সরকারি দল- এ কাজ না করলে সামনে জিতবে কী জোট?
বিরোধী দল- মঙ্গা, দুর্নীতি, কালো টাকায় করেছ ভারী পাল্লা,
সরকারি দল- করেছি সার্ক, ভেসেছে দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ইনশাল্লাহ।
বিরোধী দল- ছিলাম জনগণের তাই এসেছি আবার সংসদে,
সরকারি দল- ছিঃ, ৯০ দিনের মাথায় এসে এ সত্যি কথা জানালে!

এ রকম পরিস্থিতিতে জনগণ জ্বলছে জাহেলিয়াতের জ্বালায়, যার জন্য জরুরি গণজোয়ার। নিশ্চিত করে জানা যায়, সামনে সে দিন আসছে তাতে জনগণ তাদের প্রতিক্রিয়া দেখাবেই এবং সে দিন এই একঘেয়ে প্রচলিত অনগ্রসর রাজনীতি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হবে। আজকের রাজনীতিবিদদের প্রজন্ম এবং জনতার প্রজন্ম তখন কি বর্তমান নেতৃবৃন্দদের মনে রাখবেন?

শওকত জামিল
উত্তরা, ঢাকা

চরমোনাই পীরকাহিনী

চরমোনাই পীরের ওপর সাপ্তাহিক ২০০০-এর যে সংখ্যাটি বেরিয়েছিল, আমি তার ৭টি সংখ্যা কিনেছি। দুটি সংখ্যা আমি সংগ্রহে রেখেছি, আর বাকি ৫টি বিলি করেছি। এর একটি দিয়েছি আমাদের এলাকার চরমোনাই

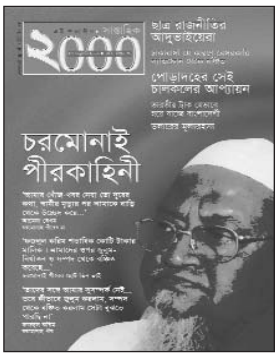

পীরের একজন বিশিষ্ট খাদেম অর্থাৎ সংগঠককে। বেচারা প্রথমে খেয়াল করেনি। দুই দিন পর আমাকে দেখে বললো, ইহুদি

নাছাড়া দালালেরা দেখেছেন কি লিখেছে! সব জাহান্নামি। আমি বললাম, ‘ভালো করে পড়ছেন তো? পরে কি এটা বুঝলেন? এসব জাহান্নামি হয়ে গেছে? তিনি কিছুটা রুষ্ট হলেন মনে হলো। কিন্তু আর কিছুই বললেন না। বাকি চারটির একটি দিয়েছিলাম ছাত্রশিবিরের আমার এক পরিচিতজনকে। দু-তিন দিন পর তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলাম। সে কিছুটা খুশি মনে বলল, ভালো হয়েছে। ধর্ম নিয়ে যারা পীরের ব্যবসা করে তাদের তো এই হাল হবেই। আমি বললাম, ওরা পীরের লেবাস ধরেছে। আর তোদেরগুলো? কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হলো। কিন্তু সে আমাকে সদুত্তর দিতে পারল না।

টিআর খান তাহিম
হালিশহর, চট্টগ্রাম

স্ন্যাপ শট

জীবনের যন্ত্রচিত্র

জীবনের সাথে জীবিকার সম্পর্ক। আর সেই জীবিকার তাগিদেই সব বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে ছুটছে মানুষ। ছবিটি নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নিঝুম দ্বীপের নদীপথ থেকে তোলা। হাতিয়া থেকে এভাবেই যাতায়াত করে এখানকার বসবাসকারীরা।

ছবি : জয় রিগ্যান, মাইজদী,নোয়াখালী । ই-মেইল: joyregan@yahoo.com

ক্যামেরা বা মোবাইল ক্যামেরায় তোলা যেকোনো ব্যতিক্রমী ছবি। সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম-ঠিকানা লিখুন।

স্ন্যাপ শট : সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: sshot@shaptahik2000.com

আর কত কাল

২০০৪ সালের ৯ জুন ঢাকার শাঁখারীবাজারের ভবনধসে ২০ জনের মৃত্যুর বছরপূর্তি না হতেই ২০০৫ সালের এপ্রিলে সাভারে পোশাক কারখানা স্পেকট্রামের ৯ তলা ভবনধসে অন্তত ৭৭ জনের মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যু মিছিলের রেশ না কাটতেই চট্টগ্রামের কেটিএস গার্মেন্টসে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে দগ্ধ হয়ে মারা যায় ৫৪ জন। সেই কান্নার রোল না থামতেই ঢাকায় ঘটল আর এক মর্মান্তিক প্রাণঘাতী ঘটনা। তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ফিনিক্স নামক বহুতল ভবন ধসে অন্তত ১৮ জনকে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া এই মৃত্যুর মিছিল আমাদের দেখিয়ে দেয়, জাতি হিসেবে আমরা কতটা নিস্পৃহ, কতটা উদাসীন। শাঁখারীবাজারের ভবনধসের পর গঠিত তদন্ত কমিটি পুরাতন ও নির্মাণক্রটিসম্পন্ন ভবন ধ্বংসের সুপারিশ করে। কিন্তু তা থেকে যায় সুপারিশেই, বাস্তব প্রয়োগ আমরা আর দেখি না। স্পেকট্রামের সবচেয়ে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক ঘটনার পর সবাই ভেবেছিল, শ্রমিকদের স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টির যৌক্তিক দাবিকে অগ্রাহ্য করার সাহস সরকার দেখাবে না। কিন্তু আমাদের ভাবনাগুলো মিথ্যে প্রমাণ করতে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয় সরকারের সব কার্যক্রম। যখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে সবাই নড়চড়ে ওঠে। গর্বিত হয় তদন্ত কমিটি। অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্টও দেয়। কিন্তু সে সুপারিশ বাস্তবায়ন করার কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। রহস্যজনক কারণে থেমে যায় দায়ী ভবন মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকার। দেশের জনগণ এই মৃত্যু মিছিলের স্থায়ী সমাধান চায়। প্রথমত, এর জন্য নির্মাণক্রটিসম্পন্ন ভবনগুলো জরুরি ভিত্তিতে চিহ্নিত করে তা ভেঙে ফেলা উচিত। দ্বিতীয়ত, নিয়মের তোয়াক্কা না করে কেবল মুনাফার কথা ভেবে যারা এ ধরনের ভবন নির্মাণ করছে, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সর্বোপরি যেসব কর্তৃপক্ষের অসততা ও গাফিলতির কারণে দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে, তাদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

পরিশেষে আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং নিহতদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ, আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার ও মালিক পক্ষকে নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।

কল্যাণ রায়
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদালয়

আলোকিত মানুষ আবেদ চৌধুরী

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৩ মার্চ ২০০৬ সংখ্যায় আলোকিত মানুষ জিন বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকারটি আমাদেরকে যেভাবে দেশের গবেষণা প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তেমনি জানিয়ে দেয় এসবের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তার একটি কথা- আমাদের দেশের ছেলেরা একটু সুযোগ পেলেই তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। সত্যিই তাই! তাহলে আমরা কেন সেসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকব? আমাদের অভিভাবকরা প্রগতির নামে স্লোগান দিয়ে আমাদের অধঃগতিতে তাড়িয়ে নিচ্ছে কোন স্বার্থে। চেষ্টা করলে যা দেশে করা সম্ভব, তা বিদেশীদের হাতে দেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার যদি যথাসম্ভব সচেষ্ট হয়, তবে আমরা সফল হবই।

আলী প্রাণ
alipran@gmail.com

সংশোধনী

৩ মার্চ ২০০৬ (৮ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা) **বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য :** জনাব চৌধুরী পিএইচডি গবেষণার সময় কেবল রেকডি (Recd) জিন আবিষ্কার করেছিলেন।
৪৭ পৃ : ২ কলাম : একোমিক্সের স্থলে হবে এপোমিক্সিস (Apomixis)
৪৭ পৃ : ৩ কলাম : S1 এবং S2-র স্থলে হবে F1এবং F2
৪৯ পৃ : ৩ কলাম : *ডেভিড লুকের* স্থলে *ডেভিড সুজুকি* এবং *লাইনাস পলে*-র স্থলে *লাইনাস পলিং* হবে।

বি.স

দৃষ্টি আকর্ষণ
সাপ্তাহিক ২০০০ তেল-গ্যাস-কয়লা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য **www.energybangladesh.org** নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে।